Re. 1.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ১ টাকা

মাসিক

Vol : IV Issue :XII,13th March, 2016 ফাল্গুন, ১৪২২, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

বিশেষ সংখ্যা

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন-এর ১২৬ তম জন্মবার্ষিকী
এবং বেথুন ইন্সটিটিউট - এর একাদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস
উপলক্ষে
স্মারক সংখ্যা

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন
(১৮৯০ – ১৯৩৯)

DR. SURJYA KANTA MISHRA
LEADER OF THE OPPOSITION

OFFICE :
Legislative Assembly
West Bengal
Kolkata
Phone : 2248-2233 Fax : 2248-9469
RESIDENCE :
B. 10. Kareya Housing Estate
98. Karaya Road
Kolkata-700 019
Phone : 2280-0808

Date ... March 3, 2016.

MESSAGE

I am very happy to know that Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre organized by Joy Engineering Workers Union will be celebrating its 11th Anniversary on 13th March, 2016 at Bimal Chatterjee Auditorium, 392A Prince Anwar Shah Road, Kolkata 700 045 in a befitting manner when eminent and respected Senior Citizens will be facilitated.

On this auspicious occasion, I convey my best wishes for grand success of the programme.

(DR. SURJYA KANTA MISHRA)

Shri Pelab Mukherjee,
President,
Bethune Institute of Geriatrics Research
& Rehabilitation Centre,
392A, Prince Anwar Shah Road,
Kolkata – 700 045.

—ঃঃ ১৩ই মার্চকে স্মরণ করার সাথে সাথে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক প্রয়াত প্রেসিডেন্ট 'বিমল চ্যাটার্জীর' নাম ঃঃ—

পেলব মুখার্জী

১৩ই মার্চ ২০০৫ সালের পর অনেক দিন পেরিয়ে এসেছি। এ সময়ে আমরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছি যাতে আমরা লক্ষ্য পূরণ করতে পারি - যাতে চিন্তা ভাবনার সফল রূপায়ণ করতে পারি। কিন্তু যে চিন্তা ভাবনার ফসল আজকের বেথুন ইন্সটিটিউট তার সফলতা বা বিফলতা বিচার্য্য বিষয় না করে আমরা স্মরণ করি তাঁকে। তিনি কে? তিনি আর কেউ নন - তিনি প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জী। শ্রমিক পরিবার আর সাধারণ মানুষকে যাতে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা সচেষ্ট।

যার নামে সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে সেই ডঃ নর্মান বেথুনকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের নূতন চেষ্টা হলো ফিজিওথেরাপি সেন্টার যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে'। ৮ই জানুয়ারী ২০১৫তে প্রতিষ্ঠা করেছি এই ক্লিনিকের আর ১৮ই মার্চ ২০১৬ তারিখে উদ্বোধন করা হবে 'ফিজিও থেরাপি সেন্টার' এর এটি আমাদের নূতন সংযোজন।

ডাঃ নর্মান বেথুন কে স্মরণ করার জন্য তার নামাঙ্কিত 'বেথুন ইন্সটিটিউট' এর প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদের জানাতে চাই জনচেতনা বৃদ্ধির জন্য নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেবার জন্য ডাঃ বেথুনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসুন যাতে তার স্মৃতিতে গরীব মানুষের পাশে আমরা সবাই মিলে যাতে থাকতে পারি।

১৩ই মার্চ - দীর্ঘজীবি হোক।।

ডাঃ নর্মান বেথুন - দীর্ঘজীবি হোক।।

বিমল চ্যাটার্জী - দীর্ঘজীবি হোক।।

—ঃঃ সম্পাদকীয় ঃঃ—

প্রিয় বন্ধু ও সাথীগণ - আশা করি সকলে কুশলে আছেন। আজ ১৩ই মার্চ, ২০১৬। এগার বৎসর পূর্বে ২০০৫ সালে এই দিনে মহান মানবতাবাদী ডাঃ নর্মান বেথুনের আদর্শ অনুসরণে আমাদের এই সংস্থা' বেথুন ইন্সটিটিউট অব জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু এই কথাগুলি লিখতে গিয়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী প্রয়াত হয়েছেন, প্রয়াত হয়েছে আমাদের নেতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস মালাকার। যাদের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলাম কালের অমোঘ নিয়মে তাদের অনেকেই চলে গেছেন। এঁনাদের সবাইকে সংস্থার পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের উদ্দেশ্য গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রবীণদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে আমাদের কিছু অগ্রগতি হয়েছে। যেমন -

১। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র

(ক) বাঁশদ্রোণী

(খ) রংকল

২। ৩টি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র

(ক) বাঁশদ্রোণী,

(খ) রংকল,

(গ) বেঙ্গল ল্যাম্প

৩। বহু প্রতিক্ষিত ফিজিওথেরাপী কেন্দ্র স্থাপন।

৪। বিভিন্ন সময়ে বিনামূল্যে / স্বল্পমূল্যে চক্ষুপরীক্ষা, চশমা দেওয়া ও প্রয়োজনে অপারেশনের ব্যবস্থা করা।

৫। কয়েকজন সুচিকিৎসক আমাদের সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন, তাঁরা স্বল্পমূল্যে আমাদের সদস্যদের চিকিৎসা করেন। আমাদের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি প্যাথোলজিক্যাল কেন্দ্রে স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন পরীক্ষাদি করা হয়। এছাড়া প্রায় প্রতি মাসে শহীদ স্মৃতি ভবনেও বাঁশদ্রোণীতে পর্য্যায়ক্রমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সূর্যসেন মঞ্চ-৪৩২ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব তানভীর মোকাম্মেল ও শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত "১৯৭১ বাংলাদেশ" তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। আগামী ১৮ই মার্চ পূর্ণাঙ্গ ফিজিওথেরাপী কেন্দ্রটির উদ্বোধন হবে। আপনারা সবাই অবশ্যই আসবেন।

৩রা মার্চ মানবতাবাদি ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের জন্মদিন এবং ১৩ই মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উভয় দিনকে স্মরণ রাখার লক্ষে আগামী ১৩ই মার্চ ২০১৬ সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে বিকাল ৫টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবছরেও সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রবীণ সমাজসেবীকে সম্মাননা জানানো হবে।

'প্রবীণ বার্তার' এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা দিয়ে এবং অন্যভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আসুন সবাই মিলে ভাল থাকি।

—ঃঃ আমাদের সংস্থার একাদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস ঃঃ—

এবং

ডাঃ নর্মান বেথুন এর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে

কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবীকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হচ্ছে।

— যাঁদের সম্মাননা জানানো হচ্ছে তাঁরা হলেন —

১। শ্রী জগদীশ চন্দ্র সাহা — শ্রমিক নেতা

২। শ্রী শংকর গাঙ্গুলী — জয়ার শ্রমিক ও সঙ্গীতানুরাগী

৩। শ্রী সুনীল কুমার সরকার — সমাজসেবী ও ক্রীড়ানুরাগী

৪। শ্রী সুনীল রঞ্জন সরকার - উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা

৫। শ্রী সুনীল কুমার নাথ — জয়ার শ্রমিক ও চলচ্চিত্র শিল্পী

৬। শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ দস্তিদার — শ্রমিক নেতা

৭। শ্রী প্রদ্যুম্ন দাস — শ্রমিক নেতা

৮। শ্রী শঙ্কর দাস - শ্রমিক নেতা

ডাঃ নর্মান বেথুনের একটি প্রিয় সঙ্গীত

কল্যাণ চৌধুরী অনুদিত -"মহাচীনের পথিক" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত —

১৯৩৮ সালের অক্টোবরে চীনের 'হুংসিতিয়েন' এ একটি স্টাফ কনফারেন্সে সকলের অনুরোধে ডাঃ নর্মানবেথুন এই গানটি গান। গান আরম্ভের পূর্বে তিনি বলেন —

আজ আমি বসে আছি এখানে, আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু ভাবছি পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা যার দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার হাত থেকে মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। মনে পড়ছে তাদের কথা যারা আপনাদের মতোই নিজেদের আর নিজেদের শিশুসন্তানদের জন্য শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন কামনা করছে। বিশেষ করে গর্বের সঙ্গে মনে করছি সংগ্রামশীল স্পেনের মানুষের কথা, আপনাদের মতোই, একই কারণে, তারা অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই স্পেনের যুদ্ধের ওপর আমি আপনাদের একটা গান গেয়ে শোনাচ্ছি। এ গানটা ইন্টারন্যাশানাল ব্রিগেডে জার্মান নাৎসি-বিরোধীরা গেয়ে থাকে। এটা থেয়লম্যান ব্যাটেলিয়নের গান।

সমভূমিতে আমাদের ট্রেঞ্চের অনেক ওপরে
স্পেনের আকাশে বিস্তারিত নক্ষত্রলোক।
দূর থেকে সকাল এল আমাদের স্বাগত জানিয়ে,
আহ্বান দিল আমাদের সংগ্রামে যেতে।

অনেক অনেক দূরে আমাদের দেশ,
তবু আমরা এখানে তৈয়ার,
আমরা লড়ি, আনবই আমরা
স্বাধীনতা।

এক তিল ভূমি পাবে না ফ্যাসিস্টরা,
গুলিবৃষ্টি যতই করুক।
রয়েছে পাশে অমল কমরেডরা,
পিছু হটা আমাদের নয়।

বাজুক দুন্দুভি, বেয়োনেট উদ্যত।
আমরা এগোই, জয়লাভ আমাদের বরমাল্য।
আমাদের পতাকার নীচে ছত্রভঙ্গ হবে শত্রুরা,
থেয়লম্যান ব্যাটেলিয়ান। তৈয়ার হও, আগে বাড়ো।

অনেক অনেক দূরে আমাদের দেশ,
তবু আমরা এখানে তৈয়ার,
আমরা লড়ি, আনবই আমরা
স্বাধীনতা।

—ঃঃ বাংলাদেশের জন্ম মহৎ শিক্ষা ঃঃ—

রামরমণ ভট্টাচার্য

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা, তাই এই স্লোগান থেকে বাংলাভাষার জন্য পৃথক রাষ্ট্র চাই' এই সংগ্রামে পরিণতি লাভ করতে প্রায় তেইশ বছর সময় লেগেছে - ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১। তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে তবে সাফল্য এসেছে। প্রথম পর্যায় আবেদন নিবেদন দাবী দাওয়া দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৮ এর মার্চে পাকিস্তানের ভাষাপরিষদ রাজধানী লাহোরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইংরেজির সঙ্গে উর্দুও সদ্যজাত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বিবেচিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন দে তৃতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার নাম প্রস্তাব করেন। প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি সহ সব সদস্য ৪ঠা মার্চের উক্ত সভায় তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ধীরেন দের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। ধীরেনদের প্রস্তাব তাঁর ব্যক্তিগত ছিল না। তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাজ্যের সরকারী সিদ্ধান্তই পেশ করেছিলেন।

সদ্যজাত পাকিস্তানের সাতকোটি জনসংখ্যার মধ্যে বাংলাভাষী নাগরিকের সংখ্যা ছিল তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ। আর সিন্ধি, বালুচ, পুস্ত, উর্দু ইত্যাদির ভাষার নাগরিকের সংখ্যা ছিল দুকোটি ষাট লক্ষ অর্থাৎ পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিক ছিলেন বাংলাভাষী। ধীরেন দের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজনা প্রহসন করার জন্য পাকিস্তানের জনক জিন্নাহ্ সাহেব কয়েকদিন পরেই ঢাকায় আসেন এবং ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হবে যারা উর্দুর বদলে অন্য ভাষা দাবী করছে তারা পাকিস্তানের শত্রু, ইসলামের শত্রু, পরমাশ্চার্যের কথা জিন্নাহ্ নিজে উর্দু ভাষায় কথা বলতেন না কারণ আশৈশব ইংলন্ডে থেকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য ইংরেজিও ছিল তাঁর কাছে প্রায় মাতৃভাষা। যাই হোক এই সস্তব ঘোষনার পর শুরু হয় প্রবল রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত চলে দ্বিতীয় পর্যায়।

এই দীর্ঘ সময়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালিও ছিলেন। এক দিকে দমন পীড়ন অন্যদিকে নানা উদ্ভট কূটকৌশলের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। একই সঙ্গে সমস্ত পাকিস্তানীরা যে একটা জাতি এটাই বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করার জন্য এবং পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে 'ইসলামিক ঐক্যবোধ' সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে উদ্ভট কর্মকান্ড শুরু করে। প্রথমে তারা বাংলা লিপির বদলে আরবি লিপি চালু করে বাংলা লেখার জন্য, জনগণ এই তুঘলকী কান্ড প্রতিরোধ করলে রাষ্ট্র নায়করা পাকিস্তানের সব ভাষা রোমান লিপিতে লেখার উদ্যোগ নেয়।

ধরা যাক রাষ্ট্রনায়কদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে আরবি বা রোমান লিপি চালু হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে বিশ্বের একাংশ বাঙালি বাংলা লিপি ভুলে যাবে। কিন্তু সমস্ত অতীত সাহিত্য, পুঁথি, শিলালিপি অথবা তথ্য ইতিহাস সে সবের পরিণতি কী হবে। সমগ্র জাতি, তো তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। রাষ্ট্রনায়করা তাই চেয়েছিলেন। লেনিনের কথায় জারজ এবং শয়তানের কোনো ঐতিহ্য থাকে না - তারা সয়ম্ভূ পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানরা (এবং হিন্দুরাও) সয়ম্ভূ হতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল তৃতীয় পর্যায়। এবং শেষ পর্যায়, ধর্মই জাতিস্বত্ত্বা নির্মাণের একমাত্র শর্ত এই তত্ত্ব যাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় মুখ ঢেকেছিল।

বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র গড়তে তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির আর নেই। বাংলাদেশের যুদ্ধ আধুনিক যুগের কুরুক্ষেত্র। মহাভারতের যুদ্ধ ভাবজগতের যুদ্ধ না ভাদুগতের যুদ্ধ আমরা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রাম ঐতিহাসিক। যে যুদ্ধের শবদেহ এখনো নবজাত বাংলাদেশের মাটিকে জাতির মননকে আজও উর্বর করছে।

বাংলাদেশের জন্ম বিশ্ব ইতিহাসে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সমগ্র বিশ্ব শিক্ষা গ্রহণ করছে। ভারতের শাসক শ্রেণির সকলেই কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? আমাদের সন্দেহ আছে। বাংলার সঙ্গে উর্দুর যে বৈরীতা ছিল ভারতে হিন্দির সঙ্গে অন্য ভাষাগুলির বৈরীতার পরিপ্রেক্ষিত এক নয়। ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমিও এক নয়। এ দেশের আছে একটি সুবৃহৎ সাহিত্য সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। তবু অন্ধকার আছে এবং অন্ধকারের জীবেরাও আছে। ধর্ম দিয়ে জাতি নির্মাণের যুক্তিহীন অভিলাষও এদেশে আছে। হিন্দি - হিন্দু- হিন্দুস্তানের অপস্বপ্ন আনাচে কানাচে প্রকাশ্য দিবালোকেই মায়াজাল বুনছে, রক্তপাত ঘটছে, আমরা বিপদ মুক্ত এমন কথা ভাবা ঠিক নয়।

-ঃঃ নোবেল শান্তি পুরস্কার - ২০১৫ ঃঃ-

অশোক রঞ্জন ধর

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ - তিউনিশিয়া। স্বৈরাচারী শাসককে গদিচ্যুত করে তার উত্তরণ ঘটেছে গণতন্ত্রে। যা অনেক দেশের পক্ষেই সম্ভব হয় না। যেমন সম্ভব হয়নি সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, মিশর এর পক্ষে। তিউনিশিয়ার এই গণতন্ত্রে উত্তরণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ওই দেশের একটি সংগঠন "ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়াট্রেট" (National Dialogue Quatret)কে ২০১৫ সালে শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত করেছে নোবেল শান্তি কমিটি।

ফ্রান্সের অধীনে থাকা তিউনিশিয়া ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৮৭ সালে একনায়কতন্ত্র শাসন চালু করে স্বৈরাচারী শাসক এল আবেদিন জেন আলি। স্বৈরাচারীর অত্যাচার মানুষকে ক্রমশ বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়। ক্ষোভ জমতে জমতে তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০১০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিউনিশিয়ার রাজপথে। মহম্মদ বৌয়াজানি নামে পথের এক দোকানি বেকার হয়ে যায়। বেকারত্বের জ্বালায় সে নিজেকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। বিদ্রোহের বারুদ স্তূপে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত। গদীচ্যুত হয়ে জানুয়ারী ২০১১তে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয় দীর্ঘকালের স্বৈরাচারী একনায়ক শাসক বেন আলি।

তিউনিশিয়ার এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে পশ্চিম এশিয়া, কিন্তু তিউনিশিয়া ছাড়া প্রায় সবদেশেই চলে গিয়েছে হয় একনায়কের হাতে নতুবা ধ্বংস হচ্ছে গৃহযুদ্ধে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা (বিশেষ করে পশ্চিমী বিশ্লেষকরা) এই বিপ্লবকে আখ্যা দিয়েছে "যুঁই বিপ্লব (Jasmine Revolution)" আবার অনেকে বলছেন "আরব বসন্ত (Arab Spring)" অক্টোবর ২০১১ তে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামি ইন্নাদা (Ennahda) পার্টি বৃহত্তম দল হলেও সরকার গঠনের গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। অথচ নারী অধিকার খর্ব করে সংবিধান বদলের চেষ্টা হয়। এর বিরুদ্ধে এবং আরো অন্যান্য দাবী নিয়ে হাজারো মানুষ রাজধানী তিউনিশ এর রাস্তায় নামে, ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হন। এই সময় দেশের ইসলামি এবং ধর্ম নিরপেক্ষপার্টি গুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হয়। দুইজন প্রভাবশালী নেতা যথাক্রমে 'চক্রী বিলায়েদ' এবং বামপন্থী নেতা আলব্রাহমীর নিহত হন। এঁদের মৃত্যুতে অবস্থা আরও জটিল হয়। এই পরিস্থিতিতে সময়ের ডাকে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়াট্রেট যা চারটি প্রতিষ্ঠানের একত্রিত রূপ। প্রতিষ্ঠানগুলি হলো

(১) তিউনিশিয়ান জেনারেল লেবার ইউনিয়ন,

(২) তিউনিশিয়ান কনফেডারেশন অব ইন্ডাষ্ট্রি,

(৩) ট্রেড এন্ড হ্যান্ডিক্রাফটস্ হিউম্যান রাইটস লীগ এবং

(৪) তিউনিশিয়ান অর্ডার অব্ লইয়াস্। কোয়ার্টেট পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসে। বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে আলোচনার জন্য এক জায়গায় নিয়ে আসে। লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে গোটা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য। অবশেষে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে পার্লামেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচন হয় যথাক্রমে অক্টোবর এবং নভেম্বর, ২০১৪তে। সেই নির্বাচনের ফলাফল সবাই মেনেও নেয়। একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে তিউনিশিয়ার এবং সেটা সম্ভব হয় ন্যাশানাল ডায়লগ কোয়ার্টেট এর সঠিক পদক্ষেপের জন্য। একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের এই কঠিনপথ পরিভ্রমণ নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। নোবেল শান্তি পুরস্কার তিউনিশিয়ার প্রতি বিশ্বমানবের সেই অভিনন্দন।

অসলোতে (Oslo) পুরস্কার ঘোষণার পর নোবেল শান্তি কমিটির চেয়ারপার্সন কাসি কুমান ফাইভ বলেন, ''পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে মানবাধিকারের লড়াই হয় একটা জায়গায় এসে থমকে গিয়েছে, নয় ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে। তিউনিশিয়াই একমাত্র ব্যতিক্রমী দেশ যারা গণতান্ত্রিক পরিবর্তন চাক্ষুষ করেছে। সেখানে মানবাধিকারের মৌলিক শর্তগুলি বজায় রাখার দাবি জানিয়ে এসেছে এক সজাগ ও তৎপর নাগরিক সমাজ। যাঁরা শান্তি ও গণতন্ত্রকামী তাঁদের অনুপ্রেরণা জোগাবে এই সম্মান।'' তিউনিশিয়ার লেবার ইউনিয়নের মহা সচিব হুসেন আবাসসী বলেন, ''যথা সময়ে পুরস্কারটি এল। কারণ আমাদের দেশ এখনও অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।'' দেশের প্রেসিডেন্ট বেজি সৈয়দ এসেবসি বলেন, ''এই পুরস্কার সহমতের পথ গ্রহণের জন্য। আদর্শগত বিভিন্নতা থাকলেও আলোচনার মাধ্যম ছাড়া তিউনিশিয়ায় সমাধানের কোন পথ নেই।''

নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘিরে প্রায় সময়ই বিতর্ক শুরু হয়। এবারও তাই পুরস্কারের যথার্থতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে। তবু আমরা আশা করব যেলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে তিউনিশিয়া সেই গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার ক্রমে সুদৃঢ় হবে। সার্থক হবে ''ন্যাশানাল ডায়ালগ কোয়ার্টেট'' এর প্রতিষ্ঠা।

তথ্যসূত্র :-

১। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১০ অক্টোবর, ২০১৫

২। The Telegraph, ১০ অক্টোবর, ২০১৫

৩। Wikipedia, the free encyclopedia.

-ঃঃ হরিদাস মালাকার ঃঃ-

মনোজ রায় চৌধুরী

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল একটি নাম হরিদাস মালাকার।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একটি নতুন কেন্দ্র ঢাকুরিয়া। এই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী জয়ার শ্রমিক আন্দোলনের অধিসংবাদী নেতা হরিদাস মালাকার।

তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রবীন সংগঠক, এ.আই.সি.সি. কমিউনিস্ট সদস্য কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্ব্লীর সদস্য, স্বাধীনতা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং ত্রিশের যুগে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

হরিদাস মালাকারের জন্ম ১৯২১ সালে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। শৈশবেই তার পরিবার চলে আসে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের কনকসার গ্রামে। তার বাবা কবিরাজি দোকানের ঔষধ তৈরী করতেন। কিন্তু সংসার চলত না। স্কুলের পাঠ অসামাপ্ত রেখেই জীবিকার সন্ধানে হরিদাস মালাকার চলে আসেন কলকাতায়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় এসেও ভাল কাজের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। হাওড়া ব্রীজ তৈরীর কাজে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। বেশ কিছুদিন পরে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে উষা সেলাই মেশিন কারখানায় তার একটা কর্মসংস্থান হয়। কিছুদিন যাবার পর তিনি লক্ষ্য করেন শ্রমিকদের উপর অনেক রকম অন্যায় অবিচার চলছে। এই সব নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার বিশেষ সুযোগ ছিল না। কখনও কখনও কথা বলার চেষ্টা করলেও কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে যেত।

ভারতবর্ষে তখন কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ। তারা underground অর্থাৎ আত্মগোপন করে কাজ করতেন।

অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মানি হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। ইঙ্গ মার্কিন জোট অর্থাৎ মিত্রশক্তির সাথে যুক্ত হয়ে ফ্যাসিষ্ট জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধের চরিত্র গেল পাল্টে। সাম্রাজ্যবাদি যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হল। কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হল। তারা প্রকাশ্যে কাজ করতে শুরু করল। হরিদাস মালাকার হবেন চ্যাটার্জীর সাথে পরিচিত হলেন। তিনি মাকর্সবাদে আকৃষ্ট হলেন। ১৯৪২ সালে জয়া কারখানায় তৈরী হল জয়ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইউনিয়ন।

সভাপতি - ডাঃ রনেন সেন

সম্পাদক - দেবদাস ঘোষ

সহ - সম্পাদক - হরিদাস মালাকার

ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী সনদ পেশ করলেন। মালিক সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করলে কর্তৃপক্ষ হরিদাস মালাকার সহ চারজন শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেন।

ইতিমধ্যে হরিদাস মালাকার কমিউনিষ্ঠ পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেছেন। অনেক কম মজুরীতে বেলেঘাটায় একটা কাজ খুঁজে নেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯৪৮ সালে বি.টি. রণদিভে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কলকাতা জেলাকমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন হরিদাস মালাকার। কিছুদিনের মধ্যেই কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়। শুরু হয়ে যায় ধরপাকড়। হরিদাস মালাকার আত্মগোপন করে জেলা কমিটির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৫০ সালে ভারতবর্ষ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র "For Lasting Peace For A People's Democracy" তে বলা হয় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ভুল পথে চলেছে। বি.টি. রণদিভে পদত্যাগ করলেন। ১৯৫২ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

ইতিমধ্যে জয়া ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সম্পাদক হয়েছেন সুশোভন রায়। ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ সত্যব্রত সেন। কারখানার শ্রমিকদের একমাত্র ইউনিয়ন জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইউনিয়ন।

ভারতবর্ষে একসময় সেলাই মেসিন বলতে Singer sweing Machine কেই বোঝাত। উষা মেশিন তৈরী শুরু হয় চল্লিশের দশকে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে।

Singer Sweing Machine বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। গুণগত মানও ছিল বেশ ভাল। ইতিমধ্যে উষা মেশিনের গুণগত মানও বেশ উন্নত হয়। ভারত সরকার Singer Sweing Machine আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়। উষা মেশিনের সামনে বিরাট বাজার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

শ্রীরাম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। জয়া ইউনিয়ন হল একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রীরাম ইউনিয়নের সাথে আলোচনা শুরু করেন। সাথে সাথে শ্রমিকরা আওয়াজ তোলেন হরিদাস মালাকারকে ফিরিয়ে নিতে হবে। হরিদাস মালাকার পুণর্বহাল হলেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর কর্তৃপক্ষের সাথে ইউনিয়নের চুক্তি হয়ে গেল। শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পেল। তুলনামূলকভাবে মালিকের মুনাফা বেশি বৃদ্ধি পেল। ঊষা মেশিন কারখানাতে ফিরে এসে হরিদাস মালাকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেল। তার পরিবার খুব অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। বড় ছেলের জ্বর কমছিল না। অবশেষে তার T.B.ধরা পড়ল। যাদবপুর T.B. হাসপাতালে ভর্তি করা হল। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের চুক্তির পর থেকে বেশ কয়েকবার কারখানা ভালভাবেই চলছিল। কোন সমস্যা দেখা দিল আলাপ - আলোচনার মাধ্যমেই তার সমাধান হয়ে যেত। ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে শ্রমিকদের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মালিকের মুনাফার অঙ্কটাও ভালভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' এর দিন শেষ হয়ে গেল। ভারত-চিন সীমান্তে দুই দেশের রক্ত ঝড়ল। ভারতসরকার ভারত রক্ষা আইন জারি করে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা রদ করার চেষ্টা করল।

১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে লালা শ্রীরাম প্রয়াত হলেন। এলেন চরতরাম। তার লক্ষ্য আরো বেশি মুনাফা। শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে, শ্রমিকের আয় কমিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হলেন। নানাভাবে শ্রমিকদের হেনস্থা করতে শুরু করলেন। নানা অজুহাতে চার্জসীট দিয়ে শ্রমিকদের সাসপেন্ডও করলেন। মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনড়।

অবশেষে ১৯৬৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শুরু হল জয়া কারখানার ৭০০০ শ্রমিকে ঐতিহাসিক ধর্মঘট। তারা সোচ্চার শ্রমিকদের প্রতি মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে। তার আওয়াজ তুললেন "DIR" ছিড়ে ফেল। এই সংগ্রামে ভারতবর্ষে ধর্মঘটের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘট। 'ভারতরক্ষা আইনে' এই ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও প্রায় ৬ মাস এই ধর্মঘটের অবসান হয়। হরিদাস মালাকার সহ ২৫ জন শ্রমিক কর্মচ্যুত হলেন।

১৯৬৪ সালে CPI (M) এর ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। হরিদাস মালাকার কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য হলেন ১৯৬৫ সালে হরিদাস মালাকারকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বছরের অধিককাল তিনি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ থাকেন। এই সময় তিনি স্কুলের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে প্রয়াসী হন। জেলে বসেই তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১৯৬৭ সালে ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সোমনাথ লাহিড়ী জয়ী হন। নির্বাচনী সভার বিবরণ দিতে গিয়ে Statesman পত্রিকা লিখেছিল 'He is not inferior to Somnath Lahiri in oratory'

বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। এ সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

১৯৭০ সালে CITU গঠিত হলে হরিদাস মালাকার CITU'র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য হন।

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে CPI (M) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সরকার গঠন করতে সুযোগ দেওয় হয় না।

ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস আশ্রিত আধা ফ্যাসিস্ট বাহিনী পুলিশের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস শুরু করে। ঊষা কোয়টারে মাঝে মধ্যেই ঐ আধাফ্যাসিস্ট বাহিনী হামলা করতে থাকে, যমুনা ঠাকুর নামে একজন শ্রমিক ওদের গুলিতে নিহত হন। হরিদাস মালাকার পরিবার পরিজন ছেড়ে ঊষা কোয়টারে শ্রমিকদের সাথেই রাত যাপন করতে থাকেন।

১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের একদিন সকাল বেলা প্রায় শ'খানেক সশস্ত্র দুষ্কৃতি কোয়টারে হামলা চালায়। হরিদাস মালাকারকে টেনে হিচরে বিজয়গড় সংলগ্ন বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়।

বিদ্যুৎগতিতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। দলমত নির্বিশেষে মানুষ বিজয়গড়ের দিকে ছুটতে থাকে, তৎকালিন 'রাষ্ট্রিয় সংগ্রাম সমিতি'র স্থানীয় শাখা শ্রী মালাকারকে মুক্ত করার জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করে মিছিলের ডাক দেয়। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে যাদবপুর থানায় হাজারে হাজারে সমবেত হন তাতে। ঊষা সেলাই মেসিন কারখানা থেকে প্রচুর শ্রমিক বেড়িয়ে আসে। দুষ্কৃতিদের গুলিতে চারজন শ্রমিক গুরুতর আহত হন। তাদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হরিদাস মালাকারকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আগেই সেখানে পৌঁছে যান বিজয়গড়ের বেশ কিছু প্রবীন ব্যক্তি যার মধ্যে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন। তারা দেখেন রক্তাক্ত হরিদাস মালাকারকে ধরে নিয়ে আসছে। তারা সমবেত ভাবে দুষ্কৃতিদের বাধা দেন। আতঙ্কিত হয়ে গুন্ডা বাহিনী হরিদাস মালাকারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এতদ্অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানেই শেষ নয়, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের সহযোগিতায় সেমিফ্যাসিস্ট বাহিনী বহু মানুষকে অঞ্চল ছাড়া করেছে, বহু মানুষ ওদের হাতে নিহত হয়।

এই সন্ত্রাস চলাকালীন অবস্থায় ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন ঘোষিত হয়। পুলিশের সাহায্যে আধাফ্যাসিস্ট বাহিনী ভোটকেন্দ্রের বুথগুলি দখল করে নেয়। নির্বাচকরা বুথে ঢুকতে পারেন না। তারা ভোট না দিয়ে চলে যান, নির্বাচন একটা প্রহসনে পরিণত হয়। ব্যাপকভাবে চলে ছাপ্পা ভোট। সিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন, তার শাসনকালে প্রায় ১৪০০ কমিউনিস্ট কর্মী প্রাণ হারায়।

১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসে। হরিদাস মালাকার কলকাতা জেলার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য হন। তিনি রাজ্যকমিটির কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে তার গুরুতর হার্টের রোগ ধরা পড়ে, কলকাতায় চিকিৎসায় তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। ১৯৮৩ সালে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠান হল। প্রায় তিন মাস চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

আগের মত ছোটাছুটি করতে না পারলেও তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যান। অবশেষে ২২শে মার্চ, ২০১৪তে তার জীবন দীপ নিভে যায়।

পরিশেষে বলতে চাই হরিদাস মালাকার ছিলেন সাচ্চা মার্কসবাদী, কারখানায় কাজ করে নিজের জীবনে অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পরিসমাপ্তি করা যাবে না।

এর জন্য চাই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে তাদেরই অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিষ্ট পার্টির এই সারমর্মটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথী হয়ে ছিলেন।

-ঃঃ বার্ধক্য ঃঃ-

ছায়া মুখোপাধ্যায়

হাজার হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধকে ভাবিয়ে তুলেছিল মানুষের এই বিশেষ পরিণতি বার্ধক্যকে নিয়ে। তখন তো আর দেশে গবেষণাগার বা এমন কোন পরীক্ষাগার ছিল না। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কোন চুলচেড়া বিশ্লেষণ বা আলোচনা হবে। ভাগ্যিস আমরা এই নয়া প্রজন্মের কাছে বার্ধক্য লাভ করেছি। তাই নিজেকে প্রকাশ করার ও অন্যদের পাশে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করতে পেরেছি।

আগে তো মানুষের গড় আয়ু ছিল মেরেকেটে পঞ্চাশের উর্দ্ধে নয় মোটেই। কিন্তু বর্তমানে বালাই ষাট গড় আয়ুতো নব্বই এর কোটায় পা রাখতে পেরেছে। এমন কী অনেকেই তো নীরোগ দেহ নিয়ে ব্রেইন স্ট্রোক অথবা হার্ট বা কিড্নী ফেইলহয়োরে পরলোক গমন করছেন। তবে বার্ধক্যে তো কতগুলি সমস্যা অবশ্যই আসবে। সেগুলি সময়মতো নির্দিষ্ট চিকিৎসক দ্বারা একটু চিকিৎসা তো করে অবশ্যই নিতে হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শারিরীক শক্তি কমে যাওয়া, হাত পায়ের শিথিলতা, পক্ককেশ, চোখের দৃষ্টির অল্পতা, হাঁটুর ব্যাথা, গাঁটের ব্যাথা ইত্যাদি উপসর্গ। এছাড়াও সুগার, রক্তের চাপ ইত্যাদি ব্যাধিগুলি তো পরিবারের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে কি আমরা বলবো যে বার্ধক্য অভিশাপ? মোটেই নয়। মানুষ মাত্র আশাবাদী মানুষের একদম নীচুস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত তার সামর্থ অনুযায়ী আশাবাদী। মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল থেকেই বিভিন্ন রকমের লড়াই - সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সে পরিণত বয়সের দিকে পৌছায়। প্রথম তো সে মাতৃজঠরে দশমাস তিলে তিলে বাড়ার সময় থেকে পৃথিবী দর্শনের আশায় অনবরত যুদ্ধ চালাতে থাকে। তারপর তার যখন দৃষ্টি এলো সে তখন পৃথিবীর চারপাশের জিনিসগুলিকে দেখার এক অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। তারপর এটা ধরে ওটা ধরে শিশু উল্টে গিয়ে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে লাগলো। এইভাবে বসা, হাঁটা, এবং চলার মধ্যে ক্রমাগত লড়াই করতে করতে শক্ত আহারে ও বলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, এরপর চারপাশের জিনিস চিনতে চিনতে শিখতে শিখতে বিদ্যালয় গমনেও পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এবার তার জীবন উচ্চতর পাঠাভ্যাসে ও কর্মমুখী হওয়ার লক্ষ্যে পৌছাতে লাগলো।

আজ থেকে ৩৫ বছর আগেও আমাদের দেশের প্রায় শতকরা পঁয়ষট্টি সত্তর ভাগ মানুষ ছিল নিরক্ষর। তারমধ্যে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মানুষ বংশানুক্রমে নিরক্ষর। ভাবুন তো একবার দেশ অন্যান্য উন্নতকামী দেশগুলির পাশে দাঁড়াবে কী করে? আর সমাজের যে অংশের মানুষদের অর্ধেক আকাশ বলি অর্থাৎ নারী তারাও প্রায় ষাটশতাংশই ছিল নিরক্ষর। কারণ কিন্তু একটাই সচেতনতার অভাব। দেশের সর্বস্তরের নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মমুখী হয়ে ওঠে - তবেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব। দেশের পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা এবং বাস্তবে তার রূপদান করার

ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা ছিল বিস্তর। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর যে প্রজন্মের উপর শিক্ষা ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের দিকে দিকে দুর্গম স্থানে এবং প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে বিনা বেতনে বিদ্যালয় চালু হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ মিশনের অবদান রয়েছে যথেষ্ট। এছাড়াও বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও এই ধরনের কাজে জীবনকে উৎসর্গকৃত করেছেন। তবুও সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক বাঁধা আজও অব্যাহত। সমাজে নারী পুরুষের সমান শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে সে সমাজ কখনই সুস্থ সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না।

বয়সে নুজ্জমান হলেও কিন্তু আমরা একাজে কোন না কোনোভাবে এগিয়ে গিয়ে সমাজকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এছাড়া বর্তমান প্রজন্ম বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অনেকটাই এগিয়েছে। তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে তাদের কিছুটা উৎসাহিত করে পাড়ায় পাড়ায় স্বল্প ব্যয়ে অথবা বিনাব্যয়ে যুবক যুবতীদের সহায়তায় বয়স্কদের আধুনিক জীবন যাপনে সহায়তার জন্য কিছু আবশ্যিক প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র গড়ে তুললে সমাজ আর একধাপ এগোতে পারে বলে আমার ধারণা।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই সন্তানরা দেশে বিদেশে যথেষ্ট কৃতি হয়েছে ও অর্থকড়ির দিক দিয়েও যথেষ্ট স্বচ্ছল। তৎসত্ত্বেও আমরা কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবো? অঞ্চলের পাঁচজন ও একত্রিত হয়ে সমাজের যে কোন একটা সমস্যাকে দূরীভূত করার সংকল্প গ্রহণে সচেষ্ট হতে পারি।

আমার মনে হয় নতুন প্রজন্ম যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং উদ্ভাবন ক্ষমতাও তাদের যথেষ্ট রয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতিহত না করে ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে আমাদের ইগোকে প্রাধান্য না দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যা করতে পেরেছি আর আমরা যা করতে পারিনি তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া।

কোন মানুষই তার সমগ্র জীবনে সবকিছু করে উঠতে পারে না। এমনকি মহাপুরুষরাও না। কারণ সমাজ বা শিক্ষা ও মানুষের চিন্তাভাবনার স্তর প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের কথায় আছে — "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি"। আবার সোনার কেল্লার মাষ্টারমশাই এর কথায় বলুন না - "শেখার কোন শেষ নাই"।

সুতরাং আমরা বরিষ্ঠরা আমাদের মুল্যায়ণ আমরাই একটু করে দেখি না আমরাও যতটা সম্ভব নতুন সমাজের হ্যাঁবোধক বিষয়গুলি adopt করতে সচেষ্ট থাকি। আর কিছু নঞার্থক বিষয়গুলিকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সযত্নে এড়িয়ে চলাই ভালো। বরিষ্ঠদের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন, যে তারা যেন নিজেদের অসহায় না ভাবেন, তাহলে সত্যিই সমাজ আমাদের অসহায় বানিয়ে দেবে।

আমাদের জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মনে হয় আমাদের সেবায় সকলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। তা তো কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নতুন প্রজন্মের সাহায্যে প্রযুক্তি নির্ভর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠি। তাতেই আসবে আমাদের নিরাপদ জীবনযাপন। যদিও সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আর বেথুন ইন্সটিটিউটের কাছে আমার বিশেষ আবেদন রইল যে তাদের দপ্তর থেকে যেন কোন স্মারক সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির তথ্য সম্বলিত করে মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করে বরিষ্ঠদের সমৃদ্ধ করে তোলেন।

(১) দক্ষিণ ও উত্তর এবং সংলগ্ন জেলা গুলির সরকারী ও বেসরকারী বৃদ্ধাবাস গুলির ঠিকানা ও ফোন ও মোবাইল নম্বর।

(২) স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সরকারী ও বেসরকারী (উক্ত অঞ্চলের) ফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর।

(৩) দক্ষিণ কলকাতার আশেপাশের থানাগুলির ফোন নম্বর।

(৪) অঞ্চলের থানা গুলির অবশ্যই উচিত অঞ্চলের বরিষ্ঠ মানুষদের নাম নথিভুক্ত করা এবং তাদের প্রতি নজরদারী চালানোর জন্য মাসে অন্তত একদিন তাদের শারীরিক অবস্থার খবরাখবর নেওয়া।

(৫) যাদের কেউ নেই তাদের জন্য একটি খাদ্য কেন্দ্র গড়ে তুলে তাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা একান্ত জরুরী।

(৬) হঠাৎ শারীরিক কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আগুন অথবা হঠাৎ কোন কারণে বিপদে পড়লে এমন একটা ফোন নম্বর সমস্ত বরিষ্ঠদের জন্য থাকা প্রয়োজন।

-ঃঃ শুধুই অপেক্ষা ঃঃ-

পুতুল মৈত্র

একটি মেয়ের আত্মজীবনী তার কবিতার মধ্য দিয়ে লিখে গেছে। যে কবিতা লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়তো হয় না কিন্তু লক্ষ মনের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

আমি এক নারী
যার অঢেল শাড়ী
বাবার গাড়ী বাড়ী

বাগান ভরা গাছ
পুকুর ভরা মাছ,
গোলা ভরা ধান,
বাঁচায় বহু প্রাণ।।

ছিল কত আশা
আর ভালবাসা
ভরা যৌবন
আনন্দের জীবন।।

হঠাৎ এক বর্ষা রাতে
অনা কয়েক এক সাথে
বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও
বাঁধা ছিল মুখ
গেল সর্ব সুখ।।
স্থায়ী বাস বন্ধ ঘর
যৌবন লুট চলে, পর পর ..
রাত দিন
বিরাম হীন।।

ক্লান্ত আমি, পালাই অবশেষে
নিস্তার নেই শালিসী সভা বসে
শালিসী সভার বড় কঠিন আইন-
আরে '' এ মেয়ে যে ডাইন''

পায়ে ধরি
কেঁদে মরি
বলি সব ঘটনা -
সভা বলে - ''নানা এসব তোর রটনা
আরে - ছোট্ট ছেলেদের তুচ্ছ ঘটনা''

গাছে বেঁধে নগ্ন করে
চাবুক চালায় জোরে জোরে
পা ওপরে নিচু মাথা
গোপনাঙ্গে বিচুটি পাতা
শকুনীরা উল্লাসে ভরপুর
ভাবি, এ কি সেই লাভপুর!
আমি সেই নারী - আজ নেই একটাও শাড়ী
উলঙ্গ সাজে
জনতার মাঝে
ঘুরে বেড়াই - পার্ক স্ট্রীট - বারাসাত কিংবা কমদুনিতে
আর অপেক্ষায় - প্রতিবাদের - প্রতিশোধের - প্রতিরোধের
শুধুই অপেক্ষা।।
শুধুই অপেক্ষা।।
শুধুই অপেক্ষা।।

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন

৩০শে নভেম্বর, ২০১৫ পরিচালন পরিষদের সভায় রংকল বস্তি অঞ্চলে একটি আধুনিকমানের ফিজিওথেরাপি ক্লিনিক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক' নামে এই কেন্দ্রটি গত ৮ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র এই অত্যাধুনিক ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে আনুমানিক দুই লক্ষ (২,০০,০০০) টাকা প্রয়োজন। এই তহবিল গঠনের জন্য সদস্য / সদস্যা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এর সাহায্যে আমরা প্রবীণ, দুঃস্থ শ্রমজীবি ও স্বল্প আয়ের মানুষদের স্বল্পমূল্যে আধুনিক অর্থপেডিক চিকিৎসা দিতে চাই।

নগদে বা ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে দান পাঠাতে পারেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে কোন দান ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

ধন্যবাদ সহ,

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

।। বিমলদার স্মরণে।।

প্রশান্ত কুমার ধর

দীপ্তময় তুমি, পড়ে মনে, বারে বারে,
তোমার রশ্মীতে, হই মোরা উদ্দীপিত,
আছো তুমি মোদের পাশে।
তাইতো এগিয়ে যাই, তোমার পথ ধরে।

যখনই আসে কোন বাধা বা সমস্যা,
তখন স্মরণ করি তোমায়,
এই তো! পাশে আছো।
সকল সমস্যা সমাধানে জাদুকাঠি হাতে।

ভয় পাইনা, ভেঙ্গে পরিনা কখনও,
পিছু হটার মন্ত্র শেখাওনি কোনদিন,
শিখিয়েছ প্রশ্ন করতে,
লড়াইয়ের ময়দানে।

বড়ই বিপদ মোদের আজ
পদদলিত হচ্ছে মানুষের ন্যূনতম অধিকার,
অসহিষ্ণুর কবলে পড়ে দিশেহারা মানুষ,
দাঁড়িয়ে আছে খাদের প্রান্তে।

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা ও সততা,
এটাই ছিল প্রতিমুহূর্তে, তোমারই কথা,
এগিয়ে যাবো তোমার আলোর পথ ধরে,
ফোটাবো হাসি তাদের মুখে, বলবো তাদের কথা।

থাকবে তুমি হৃদয় মাঝে, দেখাবে মোদের দিশা,
প্রবীণদের সেবায় এগিয়ে যাবো এটাই তোমার ইচ্ছা,
দাও প্রেরণা, করো আঘাত,
পারি যেন করতে শেষ, তোমার দেওয়া কাজ।

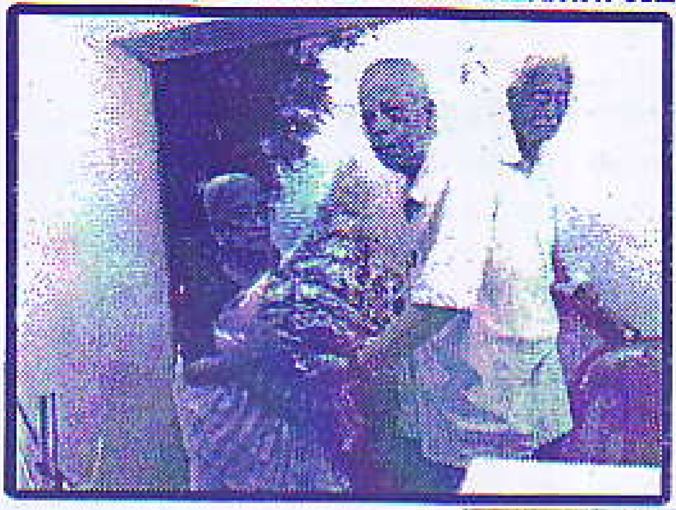

১৩ই মার্চ ২০১৫ সংস্থার ১০ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিক দিবসে
শ্রীমতী উষারানী দাসকে
সম্মাননা জানাচ্ছেন
সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী

সংস্থার ১০ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
দিবসে শ্রী নির্মল
সমাদ্দারকে সম্মাননা জানাচ্ছেন সহ
সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য

১৩ই মার্চ ২০১৫ সংস্থার
১০ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক দিবসে
শ্রী অশোক রঞ্জন ধর মহাশয়কে
সম্মাননা জানাচ্ছেন
সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethunegeriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in